বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর

শ্রীল শ্রীযুক্ত স্যর বিজয় চন্দ্ মহ্তাব্

কে, সি, এস, আই ; কে, সি, আই, ই ; আই, ও, এম ;

বিরচিত।

সন ১৩২১ সাল।

বর্দ্ধমান রাজবাটী।

ওঁ

উৎসর্গ-পত্র

প্রাচীন ভারতের প্রাচীন রাজর্ষি-বর্গের
মহনীয় স্মৃতি-উদ্দেশে

বি

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র নিচয়।

চন্দ্রজিৎ	...	পুষ্পনগররাজ্যাধিপতি, ক্ষত্রিয়রাজর্ষি।
ইন্দ্রজিৎ	...	তদাত্মজ।
সুমতি	...	ইন্দ্রজিৎপত্নী রাজবধূরাণী।
ভানুজিৎ	...	ইন্দ্রজিতের শিশু সন্তান।
ভোলানাথ	...	চন্দ্রজিতের প্রধান মন্ত্রী।
কেশব	...	ঐ দ্বিতীয় মন্ত্রী।
পান্না	...	ইন্দ্রজিতের প্রিয় গণিকা।
ভবানী	...	সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের পূজারি।
বিল্বগিরি	...	চন্দ্রজিতের প্রধান শিষ্য।
শুক্লপাদ	...	ঐ অপর শিষ্য।
বেহারী	...	চন্দ্রজিতের বিশ্বস্ত ভৃত্য।

জনৈক ঘাতক, দর্শকবৃন্দ, জনৈক ব্রাহ্মণ, জনৈক দণ্ডী, ভিখারীগণ, জনৈক যুবক, পার্শ্বচরদ্বয়, ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পুষ্পনগর—রাজমন্ত্রণাগার।

ভোলানাথ ও কেশব উপবিষ্ট।

ভো—এখন উপায়? মহারাজ তো সেই মানস-লীলার মৃত্যুর পর হ'তে রাজকার্য্য দেখা একরকম ছেড়েই দিয়েছেন। এ পাঁচ বছর আমরা তাঁর উপদেশে যেমন হয় একরকম করে তো রাজ্যটা চালালাম। কিন্তু এখন রাজকুমারকে ল'য়ে তো বড়ই বিপদে পড়া গেল। তিনি বুদ্ধিমান সত্য, কিন্তু, যেরূপ বিলাসে মেতেছেন তা'তে রাজ্যের অকল্যাণইতো দেখ্‌ছি, কেশব।

কে—ভাই ভোলা! আমাদের শরীর, শুধু আমাদেরই কেন, আমাদের স্ত্রী, ছেলে মেয়েদেরও অস্থি, মজ্জা, এই রাজঅন্নে পরিপোষিত। তাই না এই রাজ্যের অমঙ্গল দেখ্‌লে আমাদের প্রাণ কর্‌কর করে? মহারাজ এত বড় বিবেকী হ'য়ে তিনি কি দেখ্‌ছেন না যে তাঁর পুত্রটি ক্রমে নিরয়গামী হ'তে বসেছেন। ঐ পান্না বেটিকে তো নিয়ে দিনরাত পড়ে' আছেন, আর তা'র উপর সন্ধ্যার সময় রাজ্যের ছোটলোকের সঙ্গে আলাপ, আমোদ, আহ্লাদ, আর সহরের যত কুলটাগুলা নিয়ে গান, বাজনা, নাচ, তামাসা। হায়! হায়! দেবোপম চন্দ্রজিৎ বেঁচে থাক্‌তেই এই, তো পরে কি দশাই না ঘট্‌বে?

ভো—ভাই, তুমি ইন্দ্রজিতের যতই দোষ দাও

না কেন, ছোঁড়াটা বওয়াটে হ'লেও বাপের রাজবুদ্ধিটা কিছু কিছু পেয়েছে, কারণ যা এক আধ ঘণ্টা কাজ করে তা'তো বোকার মত নয়।

কে—আচ্ছা আজ মহারাজ আমাদের ডেকেছেন কেন জান?

ভো—তা'তো বল্‌তে পারি না, তবে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ আদেশ আছে, কারণ তাঁর তো ডাক যে সে কাজের জন্য নয়। তা চল; সময় তো হ'য়ে এল এখন রাজদর্শনে যাওয়া যা'ক।

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপ্রাসাদস্থ চন্দ্রজিতের চিন্তাগার।

রাজর্ষি চন্দ্রজিৎ চিন্তামগ্ন ; ক্ষণেক পরে গাহিলেন।

ভূপালী—দাদ্‌রা।

যেমন ভাবে রাখ্‌বে তুমি, তেমনি আমি থাকিব।
আমার আবার রাজ্য কিসে, কারেবা বল রাখিব ?
তুমিই রাখ, আমিই দেখি, তুমিই আলো, আমিই আঁখি,
তুমিই প্রাণ, আমিই পাখী, তোমাকে তাই ধরিব ॥

বেহারীর প্রবেশ ও উক্তি—হুজুর বড়ামন্ত্রী আউর ছোটামন্ত্রী আঁয়ে হ্যায়।

চ-জি—হাঁ—আনে দেও।

বে—জো হুকুম (প্রস্থান। ভোলানাথ ও কেশবের প্রবেশ ও চন্দ্রজিৎকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন)।

চ-জি—কি ভোলানাথ রাজ্যের মঙ্গল তো ?

ভো—(মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) হাঁ মহারাজ, তবে তবে—

চ-জি—তবে কি—

কে—এই মন্ত্রী ম'শায় বল্‌ছিলেন যে রাজসভায় আমরা রাজকুমারকে আর একটু দেখ্‌তে পেলে ও রাজকার্য্যে ব্যাপৃত দেখ্‌লে সুখী হই।

চ-জি—কেন বাবাজী কি রাজকার্য্য দেখেন না ?

ভো—আজ্ঞে, তিনি যতটকু দেখেন তাহা অতি উত্তমই, তবে হুজুর কি তাঁর বিলাসের কথা, যৌবনের অভিরুচির কথা শোনেন্ নাই ? পান্না যে তাঁকে ঘেরে রেখেছে। রাজকুলবধূ সর্ব্বদা অশ্রু বিসর্জ্জন করছেন এবং তিনি বড়ই অসুখী।

চ-জি—কি, কি, কি বল্‌ছ? পান্না! পান্না কে? বধূমাতাই বা আমার দুঃখে আছেন কেন? এ সব কি সংবাদ! যৌবনের অভিরুচি কি? সত্য বল মন্ত্রী, সুরা ও গণিকা কি রাজ ভবনে প্রবেশ করেছে?

ভো—(সাশ্রুনয়নে চন্দ্রজিতের পদ জড়াইয়া) হাঁ হুজুর, আপনার এই সোণার রাজত্বে পাপ প্রবেশ করেছে। প্রভু, আপনি কতবার এ দাসকে বলেছেন "এ রাজত্ব আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের ন্যায়; শুধু তাই নয়, এ রাজত্ব শ্রীভগবানের, আর আমি তাঁর প্রধান ধনাধ্যক্ষ, সেবাইত।" তবে কেন আপনি এত উদাসীন হলেন? রাজর্ষি হ'লেও কি রাজকার্য্য দেখ্‌তে নাই? একটা রমণীর স্মৃতি ল'য়ে কি পাগল সেজে থাকা আপনার ন্যায় যশস্বী ছত্রপতির কর্ত্তব্য? আপনার কি উচিত নহে,

পুত্রের এই কুপ্রবৃত্তিসকলের যাহাতে নিবৃত্তি হয়, তাহার সুব্যবস্থা করা ?

চ-জি—(হাসিয়া) ভোলানাথ, তোমার এই রাজ্যের হিতচিন্তা, ও যাহাতে মঙ্গলময়ের মঙ্গল-রাজ্য মঙ্গলে থাকে তাহার বাসনা দেখিয়া আমার হৃদয়ে একটা নূতন বল এল। তোমাদের ন্যায় বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত অমাত্য থাকিতে আমার বা আমার পুত্রের ভাবনা কি ? তোমার চোখে আমি একটা রমণীস্মৃতি লইয়াই কাল যাপন করিতেছি, কিন্তু 'যে জানে সে জানে'। সে স্মৃতিতে কি নব শক্তি কি নব ভক্তি হৃদয়ে জাগরিত, তা তোমার বৈষয়িক চিত্তে সহজে আস্‌বার নয়। রাজর্ষির করণীয় সকল ক্ষেত্রেই যে রাজযোগীর কর্ত্তব্য হইবে তাহা ঠিক নহে। সে যাক্ ; কিছু চিন্তা

নাই, বাবাজী যা করছেন তা ভালই করছেন। পূর্ব্বজন্মের পুণ্য পাপ, সুকৃতি দুষ্কৃতি, কি পিতার তিরস্কারে যেতে পারে, না একের কর্ম্মের বোঝা অন্যের বহন করা সম্ভবে? মন্ত্রিবর, সব বুঝি। যা ঘটেছে, যা ঘট্‌ছে, যা ঘট্‌বে তা'কি জানিনা বা দেখ্‌ছিনা বা বুঝ্‌ছিনা? ধৈর্য্য অবলম্বন কর। সব ঠিক হবে। এখন যে জন্য তোমাদের আহ্বান করেছি তাহা শোন। আমার যাবার সময় হ'য়ে আসছে, আর অল্পকাল বাকী; তবে একবার দেখ্‌বার ইচ্ছা যে ভগবানের ঐশীশক্তির নামে তামসিক বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষণের, পরিশোধন ও পরিবর্জ্জন ঘট্‌তে পারে কিম্বা। আমি কল্য প্রত্যূষে গৌরী নগরীতে যাত্রা করবো। কেশব তুমি অদ্যই তথায় যাও এবং তথায়

সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে রাজকোষ হইতে ভোগাদির যে ব্যবস্থা আছে তৎসংক্রান্ত কাগজ পত্রাদি সঙ্গে লইয়া যাইও, দেখি একবার অভয়ার ঘরে রক্তের স্রোত কমে কি না।

(ভোলানাথ ও কেশবের স্কন্ধে হাত দিয়া)

বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত অমাত্যদ্বয়,তোমরা আমার এই শেষ সময়ের বিশেষ আশা, ভরসা ও রাজ্যের সম্বল, সুতরাং তোমরা এত উতলা হইলে চলিবে কেন। যতদিন না ইন্দ্রজিতের হস্তে রাজ্যের সম্পূর্ণ ভার সমর্পণ কর্‌ছি, যতদিন না বাবাজীবনকে রাজ্যাভিষিক্ত কর্‌ছি, ততদিন জান্‌বে যে চন্দ্রজিৎ জগতের নিকট কোমল-লোচন হইলেও, ভক্তের নিকট কমল-লোচন হইলেও, রাজ্যের সংরক্ষণ জন্য এখনও শ্যেন-পক্ষিলোচন-সদৃশ।

কুমারের কুসংসর্গ দোষ ঘটিলেও সে অবস্থা ঘটে নাই যাহাতে তা'র মনুষ্যত্ব লোপের সম্ভাবনা হইয়াছে। তা'র চরিত্র সংশোধন অবশ্যই হ'বে। আমি গৌরী-নগরী হইতে আসিয়াই সকল বিষয়েরই সোপান চিন্তা করিব। এখন তোমরা এস, তবে একটি কথা, আমার নিকট নারী-স্মৃতি, নারী-পূজার কথা আর কখনও বলিও না। তোমরা জান আমি আজীবন নারী-বৈরী এবং সেই জন্যই আমার মানসলীলার প্রতি আচরণে তোমরা ক্ষুব্ধ, বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়াছিলে এবং এখনও যে তা'র স্মৃতিটি আমি সজাগ রাখিয়া স্বকার্য্য-সাধন কর্‌ছি তাহার সূক্ষ্ম মর্ম্ম না বুঝ্‌তে পেরে আমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা দেখে তোমরা দুঃখিত হও। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি একদিনের

জন্যও মনে কেন আসে নাই যে চন্দ্রজিৎ এ ক্ষণভঙ্গুর নরদেহে নিবসতি-বাসনা-বিবর্জ্জিত। যাহাতে নারীযোনি দিয়া আর তাঁহাকে আসিতে না হয় তিনি তাহাতেই দৃঢ়ব্রতী; যাহাতে প্রকৃতিরাণীর সাধনা আর তাঁহাকে করিতে না হয় এবং যাহাতে তিনি অব্যয়ে অব্যয়িত, অনন্তে বিমিশ্রিত হইতে শীঘ্র পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর এই অভিনব সাধনা, তাঁর আগুনের সঙ্গে খেলা করা। তাই বলি, যদি এখনও মনে সন্দেহ থাকে যে চন্দ্র-জিৎ মানসলীলাকে তামসিক প্রেমে ভাল না বাসিলেও সাত্বিক প্রেমে ভালবাসেন নাই, তবে তাহা বিদূরিত কর। মহেশ্বরের সহিত মহামায়ার যে সম্বন্ধ, সাধনামার্গে চন্দ্রজিতের সহিত মানস-লীলার ঠিক সেই সম্বন্ধই। আদরিণীর

তনু ভস্মীভূত হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও সে আমাতে সম্পূর্ণ বিলীনা হয় নাই। যে দিন কৈলাস-ক্রোড়-শোভিত মানস-সরোবর-তটে আমি নূতন আশ্রম স্থাপন করিব, যে দিন এ জীবনের তমো-নিশার তিরোধান ও এ আত্মার সবিতৃ-ভাতির আবির্ভাব পশ্চিম ও পূর্ব্ব গগনে একদিনে এক সঙ্গে এক মুহূর্ত্তে ঘট্‌বে, সেই দিন নারীদেহে মহামায়ার রূপ-কল্পনাদ্বারা মানসসাধনারূপ মহাব্রতের উদ্‌যাপন। সেই দিন যারা নিকটে থাক্‌বে, বুঝ্‌বে—চন্দ্রজিতের সাধনা দুরূহ হইলেও যথার্থ কি না। এখন এস (মন্ত্রিদ্বয়ের চন্দ্রজিতের কথায় বিস্ময় নেত্রে প্রস্থান)।

চ-জি—(স্বগত) আজ আবার এরা মানস-লীলাকে হৃদয়ে জাগাইতে এল কেন! সে ত বেশ মিশে যাচ্ছে? এখন তো

আর হৃদাকাশে শব্দ ও জ্যোতির বিভিন্ন বিকাশ নাই বলিলেই হ'ল? এখন তো সবই জ্যোতি। হায় এরা বৈষয়িক হলেও নিঃস্বার্থ ভজনের পূজনের বা নিষ্কাম কর্ম্মের মর্ম্ম কি বুঝিতে আদৌ পারে না?

গীত।

ইমন— আড়াঠেকা।

আমি দিবানিশি ভাবি ভবিতব্য আমারি।
নিরখিয়ে মিথ্যা সব, হৃদে সত্য ভিখারী॥
মনে হয় যাই চলে', কর্ত্তব্য কিন্তু গো বলে',
'কর্ম্ম ব্রহ্ম, করমই করমক্ষয়কারী॥'

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গৌরীনগরী—সিদ্ধেশ্বরী-মন্দির-প্রাঙ্গন।

সম্মুখে বহু ছাগমেষাদির ছিন্নমুণ্ড ও দেহাদি নিপতিত, একটী ছাগ যূপকাষ্ঠে নিবদ্ধ; পূজারি ভবানী, জনৈক হন্তারক ও বহুসংখ্যক লোক দণ্ডায়মান।

জনৈক দর্শক—হ্যাঁ পূজারিম্'শায়, সরকারী পাঁটা বলি না দিয়ে আপনি যে এতগুলা চালান্ দিলেন? এ'তো রাজকর্ম্মচারীরা টের পেলে আপনার বিপদ্, তা'র কি?

পূ—ভ—আরে বাপু, তুমি এত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন? 'এ'তো রাজার মন্দির নয়, এ আমার পৈতৃক ধন। রাজবাটী হ'তে কেবল সেবা পূজার বরাদ্দ আছে বৈত

নয়। মহারাজার নামে সঙ্কল্প করে'তো পূজা আরম্ভ হয়েছে, তবে আর কি? তারপর রাজবাটীর রোগা পাঁটাটা আগে হ'ক আর পাছে হ'ক তা'তে কি এসে যায়? রাজাতো তার জন্য আমার মাথা কেটে নেবে না?

(ভবানীর ব্যঙ্গস্বর ও ভাবভঙ্গীতে অনেকের হাসা)

জ-দ (ক্রুদ্ধস্বরে) কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা, যা'র খাও, যা'র নাও, তা'রই নিন্দা! তুমি জান না মহারাজ এই নগরীতে আছেন? সকল দেবালয় দেখে বেড়াচ্ছেন, তাঁর কাণে এ সংবাদ গেলে শুধু তোমার কলঙ্ক নয় নগরবাসীর কলঙ্ক।

(চন্দ্রজিতের নিঃশব্দে প্রবেশ ও প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে অবস্থিতি)

পূ-ভ—(ক্রুদ্ধ দর্শক প্রতি) আচ্ছা ম'শাই রাগ

রাখুন। ওরে রাজবাটীর সেই রোগা পাঁটাটা নিয়ে আয়রে।

হন্তারক—(অগ্রসর হইয়া) আজ্ঞে হাড়কাটে যেটা দেওয়া আছে, ঐটেই সরকারী পাঁটা।

পু-ভ—তবে আর কি! মা, মা, জগদম্বা! রাজার পাঁটা গ্রহণ কর। রাজার ধনে যেন আমাদের পেট্‌টা পূর্‌তে থাকে। তবে এই সর্ব্বনেশে ব্রহ্মবাদী রাজাটা না গেলে মা আমাদের সুখ নাই।

(ভবানী জানু পাতিয়া বসিল, হত্যাজন্য হন্তারক খড়্গ তুলিল, চন্দ্রজিৎ অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার উত্তোলিত হস্তটা ধরিলেন।)

চ-জি—(গম্ভীরস্বরে ঘাতক, যূপ হইতে ছাগ খুলিয়া দাও।

(চন্দ্রজিতের গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া এবং তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া দর্শকগণ ভীতভাবে ইতঃস্তত করিতে লাগিল; ভবানী অদ্ধরোষ, অদ্ধভীত নয়নে চন্দ্রজিতের দিকে তাকাইতে লাগিল)।

চ-জি—কেশব ! কেশব ! (বেগে দ্বিতীয় মন্ত্রীর প্রবেশ) এই মন্দিরের ভোগরাগ জন্য যে বরাদ্দ আছে তাহাতে কি রাজসরকার সেবায়েত-স্বরূপ বলি দিতে বাধ্য ?

কেশব—না ধর্ম্মাবতার, তবে শক্তিমন্দিরে মহারাজার হিতার্থে বলি দেওয়া বিধান থাকায়, বরাদ্দ ব্যতীত সরকারী পাঁটা একটী করিয়া বলি দেওয়া হয়।

চ-জি—(গম্ভীরস্বরে) যা'রা প্রকৃতির তামসিক চিত্রাঙ্কনেই সতত যত্নবান, যা'রা শ্রীভগবানের হৃদয়চ্ছায়াকে 'অভয়া' 'অভয়া' বলে' ডেকেও তাঁর চিহ্নমন্দিরে রক্তের স্রোত-প্রবাহনে তৎপর; যা'রা পরমেশ্বরের জগজ্জননীত্ব জগজ্জীবহন্ত্রীত্বে আনয়ন করতঃ সাধনায় অগ্রসর; যা'রা নিজ হৃদিস্থিত কলুষতা, শাস্ত্র ও নীতি বিগর্হিত নহে ইহা প্রচার করে; যা'রা নিজের তাম-

সিকতা পরব্রহ্মের মহামায়াতে আরোপ করিতে সাহসী ; তা'দের বিচার এ ক্ষুদ্র মন্দিরে হ'বার নহে, কেশব। গৌতমের বুদ্ধবাণী, শঙ্করের কাপালিকদমনও ভারতের শক্তিপূজার গতি ফিরাইতে পারে নাই যে কারণে, জ্ঞানপ্রসবিতা ভারতমাতা অজ্ঞানমাতা হইয়া ক্রমে ভুবনের পুণ্যধাম হইতে দিন দিন পাপের অতলজলে নিমগ্না হ'তে চলেছেন যে কারণে, সে কারণ, চন্দ্রজিৎ জানিলেও নীরব। কারণ, এখন সবই নীরব, প্রেমিকের কানুর মধুর মুরলী নীরব, ঋষিগীত-মুখরিত গহন-কানন, গিরিশৃঙ্গ, গিরিগহ্বর নীরব, বেদগান নীরব, প্রণবধ্বনি নীরব। সে যা'ক, আজ হ'তে শুধু এই মন্দিরে নয়, যেখানে যেখানে পুষ্প-নগর-রাজ্যাধীশ্বরের পৃষ্ঠপোষিত শক্তি-মন্দিরাদি

আছে, সকল স্থানেই শুধু তাঁর কল্যাণ কামনা জন্য যে রক্তের প্রবাহন হইয়া থাকে তাহা বন্ধ করা গেল, কেশব ! আমার মঙ্গল মঙ্গলময়ের-মঙ্গলময়ী দিবানিশিই কর্‌ছেন। স্মৃতি-যূপে স্মৃতির বলি অহরহই হচ্ছে। এখন আর আমার নামে নিরীহ প্রাণীবধ হ'তে পাবে না। কেশব, তুমি এই মুহূর্ত্তেই পায়সান্ন ভোগের ব্যবস্থা করগে।

কে—যে আজ্ঞা মহারাজ (দ্রুতবেগে প্রস্থান)

চ-জি—(ভবানীর দিকে তাকাইয়া) ভবানি, তুমি যদি তন্ত্রের মর্ম্ম বুঝে সত্য সত্যই সাধক হ'তে, জীবদেহের লঘুতা বুঝে রক্ত ও জল, মাংস ও মৃত্তিকা, এক, ভিন্ন নহে বিবেচনা করে,' সাধনা করে', শুধু ছাগবলি কেন, নরবলিতেও প্রবৃত্ত হ'তে, তা হ'লে এ বলির না হয় অর্থ বুঝ্‌তাম।

তুমি যদি মায়া মমতার ডোর কাটাইবার জন্য মহামায়ার সম্মুখে ছাগ মেষ কেন, তোমার পত্নী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবেরও বলি দিতে প্রস্তুত হ'তে, তাহ'লে এ তামসপূজার মধ্যেও আধ্যাত্মিক ভাবের অরুণোদয় দেখিতে পাইতাম। কিন্তু তুমি তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্ম গ্রহণ করিতে শেখ নাই, শুধু শক্তি উপাসনার ভাণ করে' সামান্য অর্থের জন্য শত সহস্র নির্ব্বাক জীবের হননে ব্রতী হইয়াছ। ধিক্ তোমাকে, তোমার উপাধিকে; তুমি ব্রাহ্মণকুলগ্লানি, তোমাকে ঐ যূপকাষ্ঠে ঘাতক যদ্যপি বাঁধিয়া বলি দেয় তো বোধ হয় মহামায়া সত্য সত্যই প্রীতা হন। ধিক্, শত ধিক্ তোমার ক্ষুদ্রত্বে। একবারও কি নির্ব্বেদ

আসে না, একবারও কি তোমার ঐ ছাগ-মাংস-পোষিত, অপহৃতরাজঅর্থদ্বারা পরিপুষ্ট-দেহ-মধ্য-স্থিত আত্মার চেতনা আসে না ?

(চন্দ্রজিৎ যূপ হইতে ছাগকে খুলিয়া লইয়া ক্রোড়ে উঠাইয়া সজলনয়নে শূন্যদৃষ্টিতে স্তব করিলেন।)

অভয়া অভয়া তবে কেন ভয়।
তবে কেন মাগো রক্তস্রোত বয়॥
যদি তৃপ্ত হয় বলিতে সাধক।
ছেড়ে ছাগে মোরে বাঁধুক ঘাতক॥
তমো ভাব লয়ে পশিব মন্দিরে।
তমো ভাব লয়ে পোষিব শরীরে॥
এই যদি পূজা এই যদি ধ্যান।
কিসে তবে মুক্তি কিসে তবে জ্ঞান॥
সত্য হতে সত্ত্ব তাই মহাতত্ত্ব।
তা'তে তাই চন্দ্র সদা রহে মত্ত॥

অভয়া অভয়া সত্বগুণে জয়।
জয় মহামায়া জয় ব্রহ্ম জয়॥

(কেশবের দ্রুতবেগে এক জন ব্রাহ্মণসহ পায়সান্ন লইয়া প্রবেশ)

কে—মহারাজ, পায়স ভোগ প্রস্তুত।

চ-জি—উত্তম, ভবানী ভোগ দাও।

(ভবানী কম্পিত কলেবরে ভোগ ধরিল। দর্শকবৃন্দ চন্দ্রজিতের দিকে তাকাইয়া সমস্বরে 'জয় মহামায়ার, জয় রাজর্ষির,' বলিয়া উঠিল। চন্দ্রজিৎ গাহিলেন।)

বেহাগ—আড়াঠেকা।

মহামায়া আজীবন, তোমারে আমি করেছি ভয়।
মা, মা, রব মিষ্ট বলে' বাবার নিয়ে মায়ের জয়॥
শুধু তোমা' ল'য়ে হ'বে কিবা, তুমিতো গো তাঁরি হৃদি-জবা,
তাই হ'ব, সাথে তব, হৃদয়নাথ হৃদয়ে লয়॥

(ক্রোড়ে ছাগ লইয়া চন্দ্রজিতের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গৌরীনগরী—রাজপথ।

একদল ভিখারী গাহিয়া যাইতেছে।

ইমন—একতালা।

জয় মহেশ্বর, ভুবন-ঈশ্বর, জয় জয় জয়।
জয় রাজর্ষির, জয় চন্দ্রজিৎ, জয় জয় জয়॥
ফেলিয়া সকল দুঃখে, আমরা ভাসিগো সুখে,
জয় মহামায়া, জয় গৌরীপুরী, জয় জয় জয়॥

প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গৌরীনগরী—গঙ্গাতট।

জনৈক দণ্ডী প্রেমোল্লাসে গাহিতেছেন।

বিভাস— একতালা।

গঙ্গা বল, সিন্ধুই বল, সাগরে মিশিতে চলে গো।
সুরা বল, সুধাই বল, জনম ত সেই জলে গো॥
যা কিছু একের অধিক, কোনটাই নহে সঠিক,
মায়াবেটি নিজে বেঠিক, সে বেটাই জলে থলে গো॥

(চন্দ্রজিতের প্রবেশ)

দ—কি ভাই, কাল্‌তো সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে খুব খেলাটা খেল্‌লে? হরি! হরি!

চ-জি—খেলা? খেলা খেল্‌বার সাধ্য কি? যে খেল্‌ওয়াড় সেই জানে কি

খেলা, কিসের খেলা, কা'র খেলা, কেন খেলা।

দ—ভাই চন্দ্রজিৎ, আমরা এই গহনে শ্মশানে কৌপীন পরে' আর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেও যে সংযম যে তিতিক্ষা শিক্ষা কর্‌তে পারি নাই, তুমি রাজচক্রবর্ত্তী হ'য়েও, বিলাসবিভ্রমের মধ্যে পালিত হ'য়েও কেমন করে' শিখ্‌লে? ধন্য রাজর্ষি! ধন্য ভাই তোমার জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি, সাধনা ও কর্ম্ম! এখন আর তোমার চরম সাধনার বিলম্ব কিসে? ছেলেটা আমোদ প্রমোদ কর্‌ছে তা তোমার কি? সে ঠিক ঘুরে আস্‌বে। এখন চলি, হিমালয়ের পবিত্রধামে আবার দেখা হ'বে। (প্রস্থান)

চ-জি—(স্বগত) সবই ধীরে ধীরে ফল্‌ছে। ভগবান! এইবার নাথ এই সকলের মধ্য

হ'তে অবসর দিলেইতো দাসের শান্তি আসে। এ ভাগ্য আর কার ঘটেছে, যে তোমার মহত্বে নিজ ক্ষুদ্রত্ব বিলীন ক'রে তোমার জয়ধ্বনি দিতে দিতে তা'র ঊর্দ্ধগতি হ'বে ?

গীত।

লুম্ খাম্বাজ—যৎ।

আরতো বাসনা নাহি, যাচিব না আর কভু।
এখন করম ডোর খুলে দাও ওহে প্রভু ॥
বুঝেছি শিখেছি ঠেকে, ঠেকেছি আসিয়া একে,
সে একে হৃদয়ে এঁকে দেখি তুমি তাই প্রভু ॥

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পম্পানগর রাজপ্রাসাদ।

ইন্দ্রজিতের বিলাসকক্ষ। ইন্দ্রজিৎ চিন্তায় নিমগ্ন:

ই-জি—(স্বগত) কৈ, আজ এখনও পান্না এল না? পিতা তো গৌরীনগরী হইতে ফিরিয়া অবধি আমার আচার ব্যবহারের বিশেষ তত্ত্ব ও সংবাদ নিচ্ছেন, কিন্তু তাতে আমার কি? আমি তাঁর ন্যস্ত রাজকার্য্য পরিচালনান্তে যদি পান্নাকে লইয়া থাকি, গান বাজনা আমোদ

আহ্লাদে কাটাই তা'তে ক্ষতি কি, ক্ষতি কার? (চিন্তান্বিত হইলেন) ক্ষতি আমারই; — না না, তাই কি ঠিক? কৈ পিতাতো এসব করেন নাই? এই অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকেও যৌবনে এরূপ বিলাসিতা করার কথা তাঁর তো শুনি নাই? তিনি বোধ হয় সেই জন্যই এখনও শক্ত সমর্থ শরীরে নির্লিপ্ত ভাবে রাজকার্য্যে ব্যাপৃত, আর চারিদিকে কেবল তাঁর জয় জয় রব। আমিত তাঁরই ছেলে, তবে আমার তাঁর মত জীবনে অভিলাষ নাই কেন?

(বিমর্ষ মুখে পান্নার প্রবেশ)

পা।—কি প্রভু, কি ভাবছেন?

ইং জি—(সাগ্রহে) কি পান্না, এলি? আয়! তোর জন্যই মনটা বড় খারাপ হচ্ছিল। কিন্তু তোর মুখ খানা আজ মলিন কেন?

(আলিঙ্গন

পা—থাক্ সে সব কথা, তোমার সেই সন্ন্যাসী বাবা আজ তলপ্ দিয়ে কত কি বল্‌লেন। (ক্রন্দন)

ই-জি (আগ্রহ সহকারে) কি ? কি ? পিতার তো এসব বড় অন্যায়, তিনি তোমায় কি বলেছেন আমাকে শীঘ্র বল ?

পা—ওগো মিছ্‌রীর ছুরী ! মিছ্‌রীর ছুরী ! তাঁর দোষতো ধর্‌তে পারবে না, কিন্তু আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়ে দিয়েছেন। থাক্, ও সব শুনে আর কি হবে ? (সহসা চন্দ্রজিতের কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ ও ইন্দ্রজিতের ও পান্নার সসম্ভ্রমে লজ্জিতভাবে দাড়ান)

চ-জি—বাবা ইন্দ্রজিৎ, তোমার বিলাসাগারে আমায় যে আসতে হ'বে তা' ভাবি নাই, তবে, কেহই এখানে একটা সুসংবাদ দিতেও সাহসী নহে তাই আমি স্বয়ং লজ্জা ও ঘৃণা ত্যাগ করে এলাম। বধূ-

মাতা এইমাত্র এক সুসন্তান প্রসব করে-
ছেন। আমার ইচ্ছা যে একবার তুমি
আমার সঙ্গে এস। (ইন্দ্রজিতের নীরবে পিতার
সহিত প্রস্থান)

পা—(স্বগত) আচ্ছা রাজর্ষি! দেখ্‌বো কে জেতে,
কে হারে। তুমি দূর হ'তে ঢিল মেরে
ক্ষ্যান্ত না থেকে আমার শিকার আমার
মুখ হ'তে নিতে সাহসী হ'লে! পান্নাকে
চেন না—সে মানবী ও রাক্ষসী একাধারে।
দেখি তোমার ধর্ম্মেরই বা কত তেজ, আর
পান্নার মোহিনীশক্তিরই বা ক্ষমতা কি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজভবনের খিড়্‌কি পথ।

গৌরীনগরের গঙ্গাতটস্থ দণ্ডীর হাসিতে হাসিতে,
বলিতে বলিতে ও গাহিতে গাহিতে গমন।

দ—(স্বগত) ওষুধ ধরেছে। এইবার আমার এখানকার কার্য্য শেষ, এখন যাই মানস সরোবরে চন্দ্রজিতের আশ্রম স্থাপনের স্থান নির্দ্দেশ করিগে। ধন্য চন্দ্রজিৎ, ধন্য তোমার যোগবল।

গীত

কল্যাণ—ভরতঙ্গা।

বিদ্যারূপ, শব্দরূপ, সর্ব্বরূপ, ঈশ হে।
গুণময়, গুণাবৃত, গুণাতীত, বিভু হে॥
বিশ্বের বিভূতি তুমি, জ্যোতির্ম্ময়, জ্যোতিঃস্বামী,
নিরন্তরান্তরে আমি রাখিয়াছি তোমা হে॥

তৃতীয় দৃশ্য।

কালীদীঘির পার্শ্বস্থ পথ।

একটি বৃক্ষমূলে জনৈক যুবক গাহিতেছে, ইন্দ্রজিৎ অশ্বারোহনে যাইতে যাইতে যুবকের সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া অশ্ব থামাইয়া শুনিতেছেন।

যুবকের গীত।—

দেওগিরি—ঝাঁপতাল।

ওমা তারা তোর মুখে ফুটেছে পারা।
দেখে পারা, ছেড়ে পাড়া, হয়েছি মা দিশে হারা।
যখন মুখে মাখ পমেটম্, ঝোঁকে নাগর ঝমাঝম্,
কি জনারে করে' বেদম্, কর তা'দের পাগল পারা।
যে স্তনে শিশুর প্রাণ, রাখ তাতেই বধ প্রাণ,
মা হ'য়ে রাক্ষসী সমান, ধন্য তারা, ধন্য তো'রা।

তারা পদে এই মিনতি, যেন ওদ্ধারে আর হয় না গতি,
ভেবে দুর্গতি, ফিরেছে মতি, সকাতরে তাই ডাকি তারা ॥

(ইন্দ্রজিৎ যুবককে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিলেন ও যুবক নিকটে আসিলে জিজ্ঞাসিলেন ৷

ই-জি—তোমার এ গানের অর্থ কি ?

যু—মহাশয় আপনি কে ?

ই-জি—আমি এই নগরেরই একজন পুরবাসী।

যু—আপনার এ গানের মর্ম্ম জান্‌বার আবশ্যকতা কি ? আপনি অশ্বপৃষ্ঠে যখন বেড়াইতেছেন তখন নিশ্চয়ই আপনি কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তি, সুতরাং আপনার বারবিলাসিনীদ্রোহী গান শ্রুতিমধুর কি হ'তে পারে ?

ই-জি—আমি ধনী হই, আর যাই হই, আপনার গানটীর ভাব ভাল না লাগ্‌লে জান্‌বার জন্য কি এত উৎসুক হ'তাম ?

যু—আজ্ঞে ইহা আমার রচিত এবং ইহার অর্থ বোঝান সময় সাপেক্ষ, আপনার অশ্ব অধীর হইতেছে, বলিব কি প্রকারে ?

(ইন্দ্রজিৎ অশ্ব হইতে অবতরণ মতে একটী বৃক্ষমূলে অশ্বকে বান্ধিয়া যুবকের নিকট আসিয়া বসিলেন।)

যু—তবে শুনুন মহাশয়, আমার ঘরে খাইতে পরিতে আছে ; আমি কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান, এই নগরে বাল্যকাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছিলাম, পরে যখন আমার আঠার বৎসর বয়স হইল তখন একদিন আমার এক সহপাঠী সঙ্গী সহ রোজ এই কালী-দীঘির ধারে বেড়াইতে আসিতাম। আমার সঙ্গী রমণীসঙ্গপ্রিয় ছিল, সে আমাকে একদিন গণিকাপল্লীতে একজন বার-বিলাসিনীর গান শুনাইতে লইয়া গেল। সেই রমণীর গৃহে তাহার এক ভগ্নীর সহিতও আলাপ হইল। পরিচয়ে জানি-

লাম রমণীর নাম তারা, আর তার কনিষ্ঠার নাম পুঁটী। তারাকে দেখিয়া আমি মদনোন্মত্ত হইলাম। সেইদিন হ'তে রোজ সন্ধ্যার সময় তারার নিকট যাইতে লাগিলাম। পিতা সংবাদ পাইয়া পুষ্পনগরে আসিলেন, অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তখন তাঁহার কথা ভাল লাগিল না। তারার বাটীতেই বাস করিতে আরম্ভ করিলাম। মা, আমার এই সকল কুরুচির সংবাদ পেয়ে অল্পদিন মধ্যে মারা গেলেন। তা'তেও চেতনা হ'ল না। তারপর একদিন রাজর্ষি চন্দ্রজিতের কোনও পাপিষ্ঠ আত্মীয় আসিয়া তারাকে মজাইল। অর্থের প্রলোভনে তারা আমাকে সেই পাপিষ্ঠের দ্বারা জুতা মারাইতে মারাইতে তা'র ঘর হইতে বাহির করাইয়া দিল। তারপর এই নগরে কতদিন তারার

দুয়ারের বাহিরে পাগলের ন্যায় বেড়াইতে লাগিলাম। শেষে শুনিলাম তারা ঐ পাপিষ্ঠের প্রণয়ে নিজে তো খুব আমোদ প্রমোদে আছে, আবার তার উপর সেই নরাধমের সাহায্যে চন্দ্রজিতের পুত্র পুষ্পনগরের ভাবী অধীশ্বরকে বশীভূত করিয়া তারা নিজ ভগ্নী পুঁটীকে পান্না (ইন্দ্রজিৎ চম্‌কাইলেন) নাম দিয়া রাজ-পুত্রের সুনয়নে আনিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেছে। সেই দিন দেশত্যাগী হ'লাম; কারণ, নিজের পাপের প্রায়-শ্চিত্ত তো খুবই হচ্ছিল কিন্তু দেবোপম চন্দ্রজিতের গৃহেও যে তারা হস্তক্ষেপ করিতে পারিল এই দুঃখে, এই খেদে আমি পুষ্পনগর ত্যাগ কর্‌লাম। এইরূপ খেদ হইবার বিশেষ কারণ, আমার যখন দশ বৎসর বয়স তখন এক

দিন আমাদের বাসার সম্মুখে খেলা করছি ; খেলিতে খেলিতে আমার হাতের গেন্দটী রাস্তার ধারের গভীর পয়োনালীর মধ্যে পড়িয়া গেল। মহারাজ চন্দ্রজিৎ ঠিক্ সেই সময় অশ্বপৃষ্ঠে বেড়াইতে যাইতেছিলেন, তিনি দেখিয়া বুঝিলেন সে পয়োনালী হ'তে গুলিটী তোলা আমার সহজসাধ্য নয় ; তিনি তখনই অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া নিজে ময়লার ময়লা জল হ'তে গুলিটী তুলিয়া, মুছিয়া আমার হাতে দিয়া চলিয়া গেলেন। সেইদিন হ'তে চন্দ্রজিৎকে আমি আরাধ্য দেবতার ন্যায় জ্ঞান ক'রে আসছি। তাই যেদিন শুনিলাম তারার ভগ্নী রাজর্ষির কুপুত্রের ক্রোড়াধিকারিণী, সেইদিন মনোদুঃখে বিবাগী হইলাম। সে আজ তিন বৎসরের কথা ; সেই অবধি এ

নগরে আসি নাই। গতকল্য এখানে আসিয়া শুনিলাম রাজর্ষি চন্দ্রজিৎ এক প্রকার সংসার-ত্যাগী এবং তিনি সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত। আরও শুন্‌লাম ইন্দ্রজিতেরও নাকি অল্প অল্প বিবেকের সঞ্চার হচ্ছে। তাই এখানে থাক্‌তে মনস্থ কর্‌লাম কিন্তু একবার তারার বাটী যাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সেখানে যেয়ে কিন্তু যে তারা দেখ্‌লাম তা'তে আমার নয়নতারাদুটী ঘৃণায়, দুঃখে ও ক্ষোভে সজল হইল, আবার তা'র সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানচক্ষুও ফুটিল। দেখ্‌লাম্ তারার সে রূপ আর নাই, কদর্য্য রোগে মুখের যে বিকৃতি হ'য়েছে তাহা দেখে আমার পিতৃদেবের পূর্ব্ব উপদেশ সকল মনে পড়িল, আমার মৃতা জননী-দেবীর স্মৃতিচিন্তনে আকুল হ'লাম;

(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ) তারার ঘর হ'তে ছুটিয়া এই কালীদীঘির ধারে আসিলাম। মনে মনে এই গানটি বাঁধিলাম।

এই আমার প্রথম রচনা কিন্তু রসনায় যা বলেছে, তা দিব্য চক্ষুর গুণে বেশ দেখ্‌ছি। এখন আমার মায়ার ঘোর সব কেটে গেছে। আমি দেশে যা'ব, যেয়ে পিতার পাদপ্রান্তে ক্ষমা চা'ব। আর, যা'কে ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা রেখে দেশত্যাগী হয়েছিলাম, এতদিন যা'কে পতি বর্ত্তমানে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়েছি, তা'রও চরণ দুটী ধরে' ক্ষমা চাইব এবং সে যদি দয়া করে, তবে গৃহস্থালী পাতিব। কিন্তু যা'বার আগে আমার হৃদয়নাথ চন্দ্রজিৎকে একবার দেখ্‌বো, তাঁর কমনীয় সৌম্যমূর্ত্তিখানি দেখে তাঁর স্মরণ ল'য়ে বাটী গেলে আমার

নিশ্চয়ই মঙ্গল হ'বে। তিনি নাকি আজ স্বয়ং ভোলানাথের মন্দির-পার্শ্বস্থ অতিথিশালায় অন্নাদি বিতরণ করিবেন ; এই দিক্ দিয়া যাইবেন, তাই এখানে দাঁড়িয়ে আছি। সদাশয়, আপনার পরিচয় পাব না কি ?

ই-জি—(সজল নয়নে) যুবক, তুমি আজ হ'তে আমার একজন গুরু। আমারও আজ দিব্য চক্ষু ফুট্‌লো। আমিই পুষ্প-রাজ্যের ভ্রান্তদর্শী রাজকুমার ইন্দ্রজিৎ। (যুবকের বিস্ময়) আজ হ'তে শুন্‌বে লম্পট, বিলাসপ্রিয় ইন্দ্রজিৎ মরেছে, আর চন্দ্র-জিতের পাদুকা দুইটী উষ্ণীষ করিয়া নব ইন্দ্রজিৎ জন্মেছে। এখন বিদায়। (যুবকের পাদস্পর্শ করতঃ শীঘ্র অশ্বপৃষ্ঠে চাপিয়া প্রস্থান)

যুবক—(গদ্ গদ্ স্বরে স্বগত) হে ঈশ্বর ! এ

অসীম লীলা কার সাধ্য বোঝে? তুমি ধন্য। কতদিন, আমার বাল্যকাল হ'তে আরাধ্য চন্দ্রজিতের হিতকামনা করে' আসছি। কতদিন মনে হয়েছে আমার সেই বাল্যকালের গুলিতোলার সহৃদয়তার জন্য তাঁকে যদি কোনওরূপ কৃতজ্ঞতা দেখাইতে পারি তো আমার জীবন সার্থক হ'বে, আর আজ সত্য সত্যই তাঁর অজ্ঞাতে, তাঁর জীবনসর্ব্বস্ব কুমারের যথার্থই উপকার আমার দ্বারা সাধিত করালে।

(চন্দ্রজিতের আগমন দেখিয়া বৃক্ষের অন্তরালে গমন ও পদব্রজে চন্দ্রজিতের দুইজন পার্শ্বচর সহ প্রবেশ।)

চ-জি—(যুবককে বৃক্ষপার্শ্বে দেখিয়া জনৈক পার্শ্বচর প্রতি) যুবকটিকে লইয়া আইস।

(পার্শ্বচর কর্তৃক যুবক আনীত হইলে)

কি যুবক, তোমাকে বহু পূর্ব্বে, দেখি-

যাচ্ছি যেন স্মরণ হয়; তুমি গোপাল মুখুয্যের পুত্র না ?

যু—(বিস্মিতভাবে) হাঁ মহারাজ !

চ-জি—তুমি যখন ছোট ছিলে তখন মনে পড়ে কি আমি মুরি হতে তোমার একটা গেন্দ্ তুলে দিয়েছিলাম ? উঃ সে আজ কত দিন হয়ে গেল।

যু—(অধিকতর বিস্মিত হইয়া) মনে থাক্‌বে না প্রভু ? আজীবন সে দয়া মনে থাক্‌বে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি আপনার ! এ দীন বালকের এই সামান্য ঘটনাটীও আপনার স্মরণ আছে।

চ-জি—(যুবকের স্কন্ধে হাত দিয়া) বৎস, রাজশির প্রধান কর্ত্তব্যই হচ্ছে সব মনে রাখা। স্মৃতির প্রত্যেকটীই সজাগ রাখিলেই স্মৃতি বিলোপনের উপায় সুসাধ্য, নচেৎ কস্মিক্ষয়কালীন কোন না

কোন লুপ্ত স্মৃতি সজাগ হইয়া বিঘ্ন ঘটাইতে পারে। এ'ত গেল যোগের কথা, আর কর্ম্মজগতে, রাজষির পর-দুঃখ বহন করাই মহাব্রত তা'কি জান না ব্রাহ্মণকুমার? আমার আশ্রয়ে যা'রা যা'রা আছে আমার সংশ্রবে যে যখন এসেছে তাকে স্মরণ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করেছি। তা' না হলে তিনি আমাকে স্মরণ কেন রাখ্‌বেন! যুবক, বল দেখি এইমাত্র ইন্দ্রজিৎ একটা যুবকের কাছে দিব্যজ্ঞান পেয়েছে বলে আমার পাদস্পর্শ করিয়া সানন্দে অশ্ব ছুটাইয়া রাজভবনে গেল, সে যুবক কি তুমি?

যু—(বিনীতস্বরে) হঁা দেব, সে অধম এ দাসই। (কাঁদিয়া ফেলিল)

চন্দ্রজিৎ— (সজলনয়নে যুবককে আলিঙ্গন করিয়া) যুবক, যুবক, তুমি আজ হ'তে আমার

একটি মানস-পুত্র। এখন যাই ভোলা-নাথের মন্দিরে, সেখানে অনেক দীন দুঃখী আমার মুখ চেয়ে আছে। বৎস, তোমার জীবনকাহিনী আমার অবিদিত নহে ; তোমার তারারও সংবাদ (যুবক চমকাইয়া উঠিল) আমার জানা আছে। আমার দুটী পুত্রেরই এক সঙ্গে যে বিবেকোদয় হয়েছে এ কেবল সেই লীলাময়ীর গূঢ় রহস্য। আজ হ'তে আদরিণী আর হৃদয়ে নাচ্‌বে না, আজ হ'তে তোমরাও যেমন নব বলে, নব বিবেকে সংসারী হ'লে, আমিও পূর্ণ অসংসারী হ'লাম। বৎস তুমি কালই গৃহে গমন কর্‌বে কিন্তু যাবার আগে আজ সন্ধ্যার সময় আমার আশ্রমে এস ; আমি তোমায় মহামন্ত্রে দীক্ষিত কর্‌বো, কেমন ?

যু—(প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নে জানু পাতিয়া) হৃদয়-আরাধ্য-

দেবতা, ধন্য আপনি! এ দাসের মনের বাসনা প্রাণ হ'তে বাহির করে' আপনার শ্রীমুখ দিয়া বলালেন। এ দাস আপনার দ্বারা দীক্ষিত হ'বে এ স্বর্গসুখ স্বপ্নাতীত মনে হইত। আশীর্ব্বাদ করুন আপনার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে' আপনার মহত্ত্ব স্মরণ করে' পিতার চরণ ধরে' ফুল্লরার আনন হেরে' যেন যথার্থই নবজীবন আরম্ভ করি।

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পুষ্পনগর—রাজভবনস্থ রাজমন্ত্রণাগার।

চন্দ্রজিৎ, ভোলানাথ ও কেশব আসীন।

চ-জি—কি ভোলানাথ, চন্দ্রজিতের কথা ফল্‌লো ?

ভোলানাথ ও কেশব—(সমস্বরে) জয় মহারাজের জয়।

ভো—আমাদের রাজকুমার এখন যথার্থই নূতন জীবনে ব্রতী। রাজ্যের জয় হউক, আর আপনার কীর্ত্তিধ্বজা যদি আরও উচ্চে উড্ডীন হওয়া সম্ভবপর হয় তবে তা' হউক।

চ-জি—(গম্ভীর স্বরে) ভোলানাথ আর কেশব, চন্দ্রজিতের রাজকার্য্য পরিচালন বিষয়ে তোমরা তাঁর দুটী বাহু সদৃশ আছ, কিন্তু এখন হ'তে ইন্দ্রজিতের পৃষ্ঠবল হ'য়ে থাক্‌তে হ'বে। বাবাজীবন যথার্থই নূতন প্রাণে নূতন ধ্যানে কার্য্য কর্‌বেন। দয়াময় এ দাসের বেদনা বুঝ্‌তে পেরে রাজ্যের মুখ যথার্থই উজ্জ্বল কর্‌ছেন ও আরও কর্‌বেন। কিন্তু 'অতি' জিনিষটা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। আমার জীবনে সুখের পর দুঃখ, আবার দুঃখের পর সুখ এসেছে; ইহাতে বুঝিতে হইবে আমার রাজ্যত্যাগের সময় উপস্থিত। এইবার হৃদয়নাথকে নিভৃতে ডেকে ডেকে তনুত্যাগ কর্‌বো। স্বহস্তে রাজদণ্ডটী ইন্দ্রজিৎকে সমর্পণ করে একদণ্ডী হ'ব। যাঁর করুণায় আমার

ভাগ্যে যে সকল পুণ্য-গঙ্গাধারা আমার অন্তরাত্মা দিয়া নিয়ত প্রবাহিত হয়েছে, যাঁর আদেশে আমি উপলক্ষমাত্র হইয়া এই কলিযুগে বহু তপস্যা, বহু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি বলে প্রাচীন রাজর্ষি নামের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছি, এখন যখন তাঁ'রই জ্যোতিতে পাগলিনী প্রকৃতি রাণী হৃদয়-তন্ত্রীতে আর নিজে নাচে না, এখন তাঁর গান গেয়েই নাচে ও নাচায়; তখন বুঝ্‌তে হ'বে ব্রহ্মভেরী বেজেছে, চন্দ্রজিতের স্থূলবপুর অবসানের দিন নিকট! এখন জীবনসন্ধ্যা; এখন সেই সান্ধ্যগগনে তাঁর জ্যোতিঃ, তাঁর বিভূতি, তাঁর কিরণ-ছটার দ্বারা চন্দ্রজিৎ পরিপ্লুত হ'বে! ভোলানাথ, আগামী কোজাগর পূর্ণিমার দিন আমি এই রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী, শ্রীভগবানের করুণা-রূপা রাজলক্ষ্মীকে

ইন্দ্রজিতের হস্তে সমর্পণ কর্‌বো, তুমি এক মহাসভার আয়োজন কর। রাজসভায় এই প্রাচীন ধর্ম্মরাজ্যের ভার বৎসের উপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত করে' তাকে রাজ্যাভিষিক্ত করে' স্বহস্তে রাজমুকুট তার যৌবনাদৃত শিরে বসাইয়া, রাজতিলক তার কোমল সুশোভিত ভালে দিয়া আমি মহাপ্রস্থান করিব। কেশব, আজ হ'তে ঘোষণা দাও কোজাগর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রত্যেক দেবালয়ে অন্নছত্রের ব্যবস্থা করা গেল। তোমরা এই সকল উদ্যোগ করগে। আমি এখন বাবাজীবনকে এই সংবাদ দিতে চলিলাম।

(ভোলানাথ ও কেশব চন্দ্রজিতের পদ জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। চন্দ্রজিতের প্রস্থান।

কেশব—(ভোলানাথকে নীরব দেখিয়া) ভাই ভোলা,

দেখ্‌ছ কি, ভাব্‌ছ কি ? এ'ত মানুষ নয়, এ যে নীলকণ্ঠচ্ছায়াসম্ভূত দেবতা ! ধন্য চন্দ্রজিৎ, ধন্য পুষ্পরাজ্য, ধন্য ইন্দ্রজিৎ আর ধন্য পাপতনু, ক্ষুদ্র-প্রাণ ভোলা ও কেশব ।

(ভোলানাথের স্কন্ধে হাত দিয়া কেশবের ভোলানাথসহ প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইন্দ্রজিতের সজ্জিত গৃহকক্ষ।

ইন্দ্রজিৎ চিন্তায় মগ্ন।

ই-জি—(স্বগত) আজ এক মাসের উপর হ'লো পান্না গেছে। তার জন্য কত কেঁদেছি, কত অনিদ্রার যাতনা উপভোগ করেছি, কিন্তু বুঝেছি সব মিথ্যা, সব ভোজবাজী। যে রমণী আমার মানস-হিল্লোলে প্রতি মুহূর্ত্তে দুলিত, যে আমার ব্যথায় ব্যথী ইহা দেখাইবার জন্য অধীর হ'ত, সে ইন্দ্র-জিতের স্পর্শিতা হয়েও সেই ইন্দ্রজিতেরই টাকা ল'য়ে অম্লানবদনে, নির্ব্বেদে, অপরের উচ্ছিষ্টা হয়ে সুখে কালযাপন কর্‌ছে।

ধন্য ব্রাহ্মণকুমার ; তুমিই আমার দিব্য চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছ ; আর ধন্য জনক চন্দ্রজিৎ। নীরবে পুত্রের ভ্রান্তি অবলোকন করেছ, নীরবে তার পাপাচার, কামাচার সব সহ্য করেছ। কি গাম্ভীর্য্যে, কি ঔদার্য্যে, কি পবিত্র উপদেশে তা'কে সৎপথে ফিরিয়ে আন্‌লে তা' আর কি বল্‌বো পিতঃ ! এখন দেখ্‌ছি, এখন বুঝ্‌ছি তুমি নররূপী ভগবান। তোমার গুণের একটু অনু ল'য়ে যা'তে এই সুবিশাল ধর্ম্মরাজ্য শাসন কর্‌তে পারি, তোমার চরণতলে বসে' সুরাজকতার সৎনীতি যা'তে উত্তরোত্তর শিক্ষা কর্‌তে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর। এখন যে শুধু মদের নেশা, কামের নেশা ভেঙ্গেছে, তা নয়, মোহের নিশাও প্রভাত হয়েছে। পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি আমার জেগেছে ; বুঝেছি

পিতার ন্যায় আমারও জগতে এক মহৎ কর্ত্তব্য আছে। তাঁর ন্যায় আমিও কালে মহাকর্ম্মী ও মহাযোগী হ'তে পারি।

(ধীরে ধীরে সুমতির ভানুজিৎকে ক্রোড়ে লইয়া প্রবেশ)

এই যে রাজকুললক্ষ্মী—(ক্রোড়ের নিকট টানিয়া লওয়া) এস, সহধর্ম্মিণী আমার, স্বামীর অজ্ঞানতা জন্য কতই না যাতনা উপভোগ করেছ! পতির ব্যভিচার-কাহিনী শুনিয়া কতই না নীরবে কেঁদেছ! কিন্তু এখন দয়াময়ের দয়ায় তমোনিশা কেটেছে, ধর্ম্মের প্রভাত এসেছে। এস পত্নী, এখন আমরা উভয়ে সেই প্রভাতে হাত ধরাধরি করে নবজীবন-সূর্য্যালোকে নূতন সংসার পাতি; এস সুমতি, একবার পবিত্র ভালবাসার শান্তিজল এ পোড়া হৃদয়ে ঢালিয়া দাও। (স্ত্রী ও পুত্রকে আলিঙ্গন,

চন্দ্রজিতের প্রবেশ ও ইন্দ্রজিৎ ও সুমতির সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম।)

চ-জি—(সজল নয়নে ঊর্দ্ধে তাকাইয়া) জয় বিশ্বেশ্বর, জয় অনন্ত-সুখ-বারিধে ! (সুমতির ক্রোড় হইতে ভানুজিৎকে লইয়া ইন্দ্রজিৎ ও সুমতির মস্তকে হস্ত দিয়া) বাপ্ ইন্দ্রজিৎ আজ আমার পার্থিব সুখের ষোলকলা পূর্ণ। এই গৃহেই, এই কক্ষেই একদিন অপর এক রকম দৃশ্য মনে পড়ে কি বাপ্ ? যে কক্ষে আমায় একদিন লজ্জায়, ঘৃণায় প্রবেশ কর্‌তে হয়েছিল, সেইখানেই বিবেকপূর্ণ-হৃদয়ে তুমি যে নিজের সহধর্ম্মিণী ও পুত্রের সমাদর কর্‌ছো বাপ্ এ দৃশ্য বড় মধুর, বড় কমনীয়। আজ প্রকৃতই চন্দ্রজিতের জয়। বৎস, আঁধার কেটে গেছে, তাই বিবেক-ভানু-কিরণে তোমার হৃদয় পরিপূর্ণ আর মা সুমতির ক্রোড় আমার

এই ভানুটীর (ভানুজিৎকে চুম্বন করিয়া) জ্যোতিতে আপ্লুত। সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি তোমরা উভয়ে শ্রীভগবানের প্রকৃত ভক্ত হও। ইন্দ্রজিৎ, তুমি বৎস এই রাজ্যের কুলতিলক হ'য়ে সুদীর্ঘ, সদ্ধর্ম্মজীবন লাভ কর আর তুমি মা যেন আজীবন তোমার ঐ সৌভাগ্য ললাটে সিন্দূর বিন্দু পর্‌তে পার। আর তোমার স্বামীর কুলভূষণা, স্বামীর কীর্ত্তিধ্বজার লোহিতকেতু হইয়া এই রাজ্যের আদ্যাশক্তিরূপে বিরাজমানা থাক, আর আমার কপালে যা ঘটে নাই তাও যেন তোমাদের কপালে ঘটে। অর্থাৎ, তোমরা যেন স্বামী স্ত্রীতে নিজ পুত্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বনে সমর্থ হও। আমি তোমাদের নিকট আমার প্রস্থান-কল্পনা জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছি। আগামী

কোজাগর পূর্ণিমার দিন বৎস ইন্দ্রজিৎ! তোমাকে এই প্রাচীন হিন্দুরাজ্যে অভিষিক্ত কর্‌ব। তোমার হস্তে রাজদণ্ড দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ কর্‌বো, এ আনন্দের দিন যে আমার হ'ল, বৎস, তা' জান্‌বে বহু তপস্যার ফলে। এ রাজ সিংহাসনে বিনা তপস্যায়, বিনা যোগবলে, যে বস্‌বে সেই খস্‌বে। বৎস মনে রেখো, ইহা ধর্ম্মের সংসার; মনে রেখো, পুষ্পনগর-রাজ্যাধীশ্বর হওয়া কর্ম্মক্ষয় জন্য, কর্ম্মজয় জন্য, কর্ম্ম বৃদ্ধি জন্য নহে; মনে রেখো, প্রজাবৃন্দ তোমার প্রকৃতই সন্তান-স্বরূপ। তুমি এ রাজ্যের অধিপতি হ'লেও, তুমি তাঁর মহৎ দয়াময় নামের যাথার্থ প্রতি-পাদন জন্যই তাঁর এই মহা ভাণ্ডারের কোষাধক্ষ্যমাত্র। রাজা রজোগুণে ভূষিত হবেন সত্য, কিন্তু রজোগুণ কলুষিত হলেই

তিনি মোহের অতল জলে ডুব্‌বেন। সত্ত্ব-গুণাবলম্বিত ও তৎসঙ্গে রজোগুণালঙ্কৃত হ'লেই সব জয়—আত্মাজয়, আত্মীয় জয়, কর্ত্তা জয়, কর্ম্ম জয়, তমো জয়, তমিস্রা জয়।

ই-জি—(সজল নয়নে পিতার পদ দুটি ধরিয়া) পিতঃ পিতঃ এ কঠিন আদেশ কেন। আপনার কৃপাতেই জ্ঞানচক্ষু ফুটেছে। মনে যে বড় সাধ পিতঃ আপনার চরণপ্রান্তে বসে রাজনীতি শিখ্‌বো, আপনার পদরেণুর বলেই রাজধর্ম্ম পালন কর্‌বো। আমি যে এখনও অবোধ বালক মাত্র। এখন আপনার বধূমাতাকে, আপনার ভানুকে, আপনার অধমাধম ইন্দ্রজিৎকে ছেড়ে চলে' গেলে আমি কোন্ সাহসে এই সুবিশাল রাজ্য পরিচালন কর্‌বো?

চ-জি—(প্রেমানন্দ নয়নে) বাপ্ ইন্দ্রজিৎ, উপযুক্ত

পুত্রের উপযুক্ত কথাই এই বটে ! কিন্তু পুত্র, হিন্দুধর্ম্ম যে মহান্ ভিত্তিতে স্থাপিত তাহাতো বাপ জান; তা'র সার অর্থ—'জন্ম, জন্ম ক্ষয় জন্য, মায়ার সাগর হ'তে আত্মা-মৃত মন্থন জন্য।' কিন্তু আবার, যে সাগর হ'তে সুধা উঠেছিল সেই সাগর হ'তেই হলাহল মথিত। বৎস যে দিন তোমার গর্ভধারিণী সতীদের অগ্রগণ্যা হ'য়ে চ'লে গিয়াছিলেন সেই দিনই আমার বান-প্রস্থের আশা নির্ম্মূলিত হয়েছিল ; সেই দিনই আমি মনে করেছিলাম যে আমার জীবন-সুখ-সাগরে গরল উঠিল। তারপর বৎস, জানি না কেন শ্রীভগবান আমায় নব সুধা পান করালেন। এখন সেই সুধা পানে আমি বিভোর, কিন্তু সুখের পর দুঃখ অনিবার্য্য, সেইজন্য বৎস আর বিষ ভক্ষণের লালসা নাই। এখন চাই

কমনীয় চিরস্থায়ী শান্তি। এখন এ রাজ্যে তোমার যশঃ সৌরভ, তোমার কীর্ত্তি-গৌরব, তোমার ধর্ম্মস্রোতপ্রবাহ দিগন্তব্যাপী হ'লেই আমার, সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি, এই রাজ্যের প্রতি, সহধর্ম্মিণীর জ্বলন্ত স্মৃতির প্রতি ও তোমাদের প্রতি কর্ত্তব্যানুযায়ী কর্ম্মের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইবে। ইন্দ্রজিৎ আর বাধা দিস্ না বাপ। আমার খোলটা তোদের কাছে কিন্তু প্রাণটা যে তাঁর কাছে! এখন কৈলাসে যা'ব বাপ। মানস-সরোবরের চারিধারে তাঁর নামে ব্রহ্মনিনাদ গিরি-শৃঙ্গে, গিরিগুহায়, নদনদীতে, নির্ঝরিণীতে, সলিলে, বনে, বৃক্ষে, লতায় প্রতিধ্বনিত কর্‌বো; ব্রহ্মতানে, ব্রহ্মলয়ে লীন হ'ব।

(ইন্দ্রজিৎ ও সুমতি জানু পাতিয়া চন্দ্রজিতের বন্দনা করিলেন ও ইন্দ্রজিৎ স্তব করিলেন।)

চন্দ্রজিৎ

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা" ॥

পটক্ষেপণ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম ও শেষ দৃশ্য

কৈলাস—হিমালয়।

মানসহ্রদের তীরে চন্দ্রজিতের গুহার সম্মুখ।

চন্দ্রজিৎ ধ্যান-মগ্ন, পার্শ্বে করযোড়ে বিল্বগিরি ও শুক্রপাদ নতজানু হইয়া উপবিষ্ট।

চ·জি—(ধ্যানান্তে) বৎস বিল্বগিরি, আজ আমার এই স্থূল বপুর অবসানের দিন উপস্থিত। আজ অন্তরে, বাহিরে, চারিদিকেই 'আমি'; আজ তোমাদের গুরু যথার্থই 'পূর্ণা-নন্দময়'। তোমার ও শুক্রপাদের গুরু-ভক্তিতে পরম পরিতৃপ্ত আছি। সেই

জন্য মদীয় এই আশ্রমের ভার তোমাদের দুইজনের উপর ন্যস্ত করে চল্লাম। তোমরা সযত্নে ইহার পবিত্রতা সংরক্ষণে চেষ্টিত থাকিবে। যাহাতে গুরুদত্ত তত্ত্ব লয়ে' এই কৈলাসের প্রত্যেক কন্দরে 'জয় ব্রহ্ম জয়' এই মধুর ধ্বনি দিবানিশি প্রতিধ্বনিত হয় তাহার যত্ন করিবে। আর, নাস্তিকতার স্রোতকে যেমন এই স্থানের নদ নদী কূল দিয়া প্রবাহিত হইতে দিবে না তেমনি আবার সাবধান, যেন মায়ার ছলনায় পড়ে কেহ না এই পবিত্র স্থানে একাকে বহু জ্ঞান করে। আজ সব শান্তিময়, আজ সব সাধ পূর্ণ, সবই নিশ্চল, সবই উজল, সবই ধবল। এস বৎস, এস শেষবার যে গানে একত্রে আজ পঞ্চদশ বৎসর চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করেছি যে গানে নেচে নেচে বিভোর

হয়েছি সেই গান সমস্বরে গাই। (চন্দ্রজিতের শিষ্যদ্বয় সহ গীত।)

আলাহিয়া—একতালা।

কে'বা গুরু, কে'বা শিষ্য, কে'বা বড়, কে'বা ছোট
বৃক্ষ হ'তে হয় বীজ, বীজ হ'তে বৃক্ষ বট ॥
সকাল, বিকাল বেলা, জোয়ার ভাটার খেলা,
মায়ার মোহন মেলা, চল ভাসি যথা তট ॥

চ-জি—(গম্ভীর স্বরে) বিল্বগিরি, শুক্রপাদ, এই-বার চল্লাম? যদিও আজ তোমাদের গুরুদেব তনুত্যাগ কর্‌বেন কিন্তু মনে রেখো তিনি বিশ্বময়ের বিশ্বজ্যোতিতে বিলীন হইবেন মাত্র সুতরাং তিনি জ্যোতিষ্ক রূপে তোমাদের মধ্যেই এই আশ্রমের উপর প্রতিভাত হইতে থাকিবেন ইহা ধারণা করতঃ আশ্রম-জীবন সুনির্ব্বাহ করিতে থাকিবে। আজ আমার মহা উৎসবের দিন। যে ভব-

খেলা পেতে ত্রিগুণালয়ে ত্রিগুণাগুনে এই ধরাধাম আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর নেচে কেঁদে, হেসে খেলে, জ্বালাইয়াছি, নিজেও কখন কখন সেই আগুনে আবার জ্বলিয়া অর্দ্ধদগ্ধবৎ হইয়াছি, আজ সেই সাজ, সেই বর্ম্ম, সেই অসি, সেই ত্রিগুণাত্মক ত্রিশূল পরিহার করে জ্ঞানত্রিশূলানুগামী হইলাম। বৎসগণ এখন আমি আসি; (বিল্বগিরি ও শুক্লপাদ কাঁদিতে কাঁদিতে চন্দ্রজিতের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল) আশীর্ব্বাদ করি তোমরাও যথাসময়ে সেই মহাজনগণপন্থা অনুসরণে সমর্থ হইবে। আজ তপন যে সময় পশ্চিম গগনে ধরাধামকে আঁধার করিবে ঠিক সেই ব্রাহ্মী মুহূর্ত্তে আমার সেই প্রিয় সাধন গহ্বরে আমি এই জীর্ণ-বাস-রূপ-তনু ত্যাগ করিব। তোমরা ঠিক সেই সময়ে সেখানে উপনীত হবে

এবং তথায় নিশাযাপন করতঃ কল্য প্রত্যূষে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই খোলটার অন্তেষ্টী ক্রিয়া সমাপণ করিবে, আর যে কোজাগর পূর্ণিমায় পুষ্পনগর ত্যাগ করিয়া ছিলাম সেই দিন সম্মুখে, সেই দিন তোমরা উভয়ে আমার দেহের ভস্মাবশেষ চয়ন করতঃ এই আশ্রমের উত্তর দিকে ইচ্ছামত সমাধি স্থাপন করিবে। আর তুমি বিল্বগিরি তদপরে মদীয় ভস্মীভূত অস্থির কথঞ্চিৎ লইয়া পুষ্পনগরে যাত্রা-করতঃ রাজবংশানুযায়ী সমাধিস্থ করিবার কারণ তাহা পুষ্পনগররাজ্যেশ্বরকে প্রদান করিবে ও কথঞ্চিৎ মদীয় পুষ্পনগরস্থ আশ্রমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। এখন বিদায়; শেষ এই উপদেশ—বিল্বগিরি, শুক্লপাদ দিবানিশিই মনে রাখিবে একই সত্য;

সেই একই—থলে জলে, বহ্নিতে, পবনে,
ও গগনে। সেই একই পরম জ্যোতিঃ,
পরম গতি,পরম মুক্তি। আলোকই জীবন,
আলোকই সত্য, আলোকই ব্রহ্ম।

গীত।

দেওগিরি মিশ্র।

এখন আগিঙ্ক, মিশিয়া তুমিত্বে একত্ব হয়েছে সার।
অন্তরে অনন্ত, বাহিরে অনন্ত, অনন্তই পরপার॥
নিভেছে বাসনা, গিটেছে কামনা, নাহিক ভাবনা,
নাহিক যাতনা,
ঘুচেছে বেদনা, এসেছে চেতনা পেয়ে জ্ঞানামৃত তার।
দেহ আছে কিন্তু গেছে তা'তে মায়া, জেনেছি সকলি
শব্দ আর ছায়া,
আমিত অদ্বৈত, সৎ, চিদানন্দ, সত্য-নিত্য-পূর্ণাকার॥

(গাহিতে গাহিতে গিরিপথ দিয়া চন্দ্রজিতের প্রস্থান ও বিল্বগিরি ও শুক্লপাদের সজলনয়নে করযোড়ে নিজগুরুর দিকে একদৃষ্টে দেখিতে থাকা।)

যবনিকা পতন।